Semister – II

DC/GE BENGALI

201-BNGG-C-2

বাংলা ছন্দ

'ছন্দ' বিষয়টি একেবারে নতুন একটি বিষয়। তবে একেবারে নতুন নয়, আমাদের অনেকটা পরিচিত — এভাবে আমরা ভাবিনি এইমাত্র। ছন্দ আমাদের কেমন পরিচিত —

ছোট্ট বাচ্চার হাসিতে আমরা মুগ্ধ হই — এই মুগ্ধতা-ই ছন্দ। ছোট্ট বাচ্চা টলমল পা পা করে হাটছে, তা দেখে আমরা মুগ্ধ হই — এটাও একটা ছন্দ। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে দুই বন্ধু যাচ্ছে — হঠাৎ একটা দড়িকে সাপ ভেবে একজন লাফিয়ে উঠল, অন্যজন বলল — 'এই বোকা ওটা সাপ নয়, দড়ি' — এই দুজনের প্রতিক্রিয়াও একটা ছন্দ। অর্থাৎ সবকিছুতেই একটা ছন্দ আছে।

সাহিত্যে ছন্দ কথাটি মূলত কবিতা প্রসঙ্গে চর্চা করা হলেও কবিতা বাদ দিয়ে অন্য শৈলীর সাহিত্যেও ছন্দ আছে। নাটকে উক্তি-প্রত্যুক্তি, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক, কথাসাহিত্যের আখ্যান উপস্থাপন — সব ধারার সাহিত্যেই ছন্দ আছে।

কবিতায় যে ছন্দের কথা বলা হয় তা কবিতার বাহন — বিশেষ প্রকৃতির ছন্দ। কবিতার আবৃত্তিতে ব্যবহৃত বিরতি, সুরের প্রবাহ, শ্বাসাঘাত, অক্ষরের উচ্চারণ ইত্যাদি শ্রুতি মাধুর্য সৃষ্টি করে। একটি কবিতাকে বিরতি, সুরের প্রবাহ, শ্বাসাঘাত, অক্ষরের উচ্চারণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রকমের উচ্চারণে আবৃত্তি করলে স্পষ্ট হয় যে সব রকমের আবৃত্তি সমান শ্রুতি মধুর হচ্ছে না। কোনও এক রকমের আবৃত্তি বেশি ভালো লাগছে, আবার কোনও এক রকমের আবৃত্তি শুনতে বিচ্ছিরি বা শ্রুতি কটু মনে হচ্ছে। কবিতার আবৃত্তিতে শ্রুতি মাধুর্যও সৃষ্টি করে এই ছন্দ।

বাংলা কবিতায় ছন্দের পরিচয় আলোচনার পূর্বে আমাদের চিনে নিতে হবে ছন্দে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা। ছন্দে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি হল — অক্ষর, দল, মাত্রা, পর্ব, যতি, প্রস্বর, ছেদ, লয় ইত্যাদি।

দল বা অক্ষরঃ

একটি সাধারণ কথা থেকে আমরা এই পরিভাষাটি বুঝে নিতে পারি। 'সহজপাঠ' সকলেরই পড়া আছে। 'সহজপাঠে'র একটি বর্ণ পরিচয় —

'ছোট খোকা বলে অ আ — ৫টি শব্দ আছে

(এখানে বাক্যে ব্যহৃত 'পদ'-কে 'শব্দ' বলব, কেননা 'ছন্দে'র একটি পরিভাষা 'পদ'।)

শেখেনি সে কথা কওয়া' — ৪টি শব্দ আছে

এই কথাগুলো আমরা কীভাবে উচ্চারণ করলাম একটু দেখে নিই —

উদ্ধৃতি	শব্দ সংখ্যা	উচ্চারণ সংখ্যা
ছো~ট খো~কা ব~লে অ আ	৫টি	৮টি
শে~খে~নি সে ক~থা কও~য়া	৪টি	৮টি

এই যেভাবে কবিতাটি পড়লাম চেষ্টা করে দেখ এর থেকে আরও ভেঙে কবিতাটি পড়া যায় কি না — যাবে না। আবার চেষ্টা করেও এর থেকে কম ভেঙেও পড়া যায় কি-না — যাবে না।

আরও কয়েক বার চেষ্টা করে দেখা যাক —

উদ্ধৃতি	শব্দ সংখ্যা	উচ্চারণ	উচ্চারণ সংখ্যা
আমাদের গ্রামের নামটি রঞ্জনা	৪টি	আ~মা~দের গ্রা~মের নাম~টি রণ্~জ~না	১০ টি
দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য	৪টি	দাও ফি~রি~য়ে সে অ~রণ্~ণ্য	৮টি

কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দকে একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনিগুচ্ছের সংবদ্ধরূপে উচ্চারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম বা একক প্রয়াসে প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রতিটি ধ্বনিকে 'ভাষাবিজ্ঞানে' 'Syllable' বলে এবং ছন্দের পরিভাষায় 'দল' (বা অক্ষর) বলে।

উপরের উদাহরণটি আরও একবার পড়া যাক —

উচ্চারণ	শব্দ সংখ্যা
আ~মা~দের গ্রা~মের নাম~টি রণ্~জ~না	আ > একটি মৌলিক স্বর মা > ম+আ - শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর দের > দ+এর - শেষে দুটি মৌলিক স্বর এবং শেষে স্বর শূণ্য গ্রা > গ+র+আ - শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর মের > ম+এর - শেষে দুটি মৌলিক স্বর এবং শেষে স্বর শূণ্য নাম > ন+আ+ম্ - শেষে স্বর শূণ্য টি > ট+ই - শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর রণ্ > র+ণ্ - শেষে স্বর শূণ্য জ > জ্+অ - শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর না > ন+আ - শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর

অর্থাৎ কয়েকটি শব্দের শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা) আছে এবং কয়েকটি শব্দের শেষে দুটি মৌলিক স্বর বা যৌগিক স্বর আছে কিংবা কোন স্বর নেই (হলন্ত স্বর)। উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা দুই প্রকার 'দল' পাচ্ছি —

ক) দলের শেষে একটিমাত্র মৌলিক স্বর (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা) আছে।

খ) দলের শেষে দুটি মৌলিক স্বর বা যৌগিক স্বর আছে কিংবা কোন স্বর নেই (হলন্ত স্বর)। দলের উচ্চারণের এই বৈচিত্র্যকে ভিত্তি করে 'দল'কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে —

দল

মুক্তদল   রুদ্ধদল

মুক্তদলঃ যে 'দলে'র শেষে মৌলিক স্বরধ্বনি থাকে এবং উচ্চারণ অপ্রসারিত হয়, তাকেই বলে 'মুক্তদল'। 'মুক্তদল'কে '˘' চিহ্নে নির্দেশ করা হয়। এই চিহ্নটি দলের উপরে বসে।

রুদ্ধদলঃ যে 'দলে'র শেষের স্বর ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বর এবং উচ্চারণ প্রসারিত, তাকেই বলে 'রুদ্ধদল'। 'রুদ্ধদলে'র চিহ্ন '¯'। এই চিহ্নটি দলের উপরে বসে। যেমন—

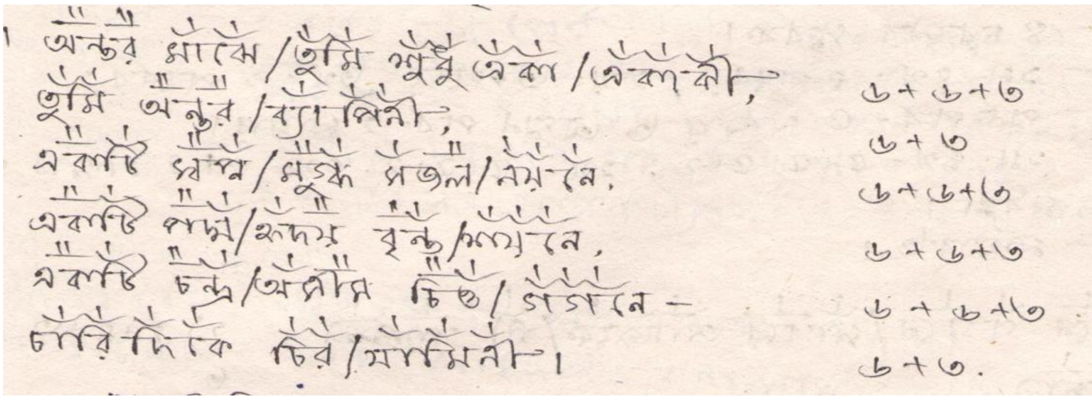
অন্তর মাঝে / তুমি শুধু একা / একাকী, ৬+৬+৩
তুমি অন্তর / ব্যাপিনী, ৬+৩
একটি স্বপ্ন / মুগ্ধ সজল / নয়নে, ৬+৬+৩
একটি পদ্ম / হৃদয় বৃন্ত / শয়নে, ৬+৬+৩
একটি চন্দ্র / অসীম চিত্ত / গগনে — ৬+৬+৩
চারিদিকে চির / যামিনী। ৬+৩.

মাত্রা বা কলা

কবিতা পাঠকালে প্রতিটি 'দল' উচ্চারণে যে সময় লাগে, তারই পরিমাপগত একক হল 'মাত্রা' বা 'কলা'।

মাত্রার শ্রেণি বিভাগঃ

উচ্চারণ দৈর্ঘ্যের স্বাতন্ত্র্যে সময়ের পরিমাপে মাত্রা দুই প্রকৃতির —

ক) এক মাত্রা

খ) দুই মাত্রা

ক) এক মাত্রাঃ একটি মুক্ত বা অপ্রসারিত দল উচ্চারণের সময়-দৈর্ঘ্যকে ধরা হয় এক মাত্রা।

খ) দুই মাত্রাঃ একটি রুদ্ধ বা প্রসারিত দলের উচ্চারণের সময়-দৈর্ঘ্যকে ধরা হয় দুই মাত্রা।

মাত্রার চিহ্নঃ

মাত্রার কোনও অভিন্ন চিহ্ন নেই। বিভিন্ন ছান্দসিক নির্দেশিত চিহ্নগুলি নিম্নরূপ —

ক) এক মাত্রা — এক দাঁড়ি	— ।	খ) দুই মাত্রা - দুই দাঁড়ি	— ॥
শতকিয়ায় এক	— ১	শতকিয়ায় দুই	— ২
একটি শূণ্য	— ০	দুটি শূণ্য	— ঃ

মাত্রার প্রয়োগ —

উদাহরণ — ১

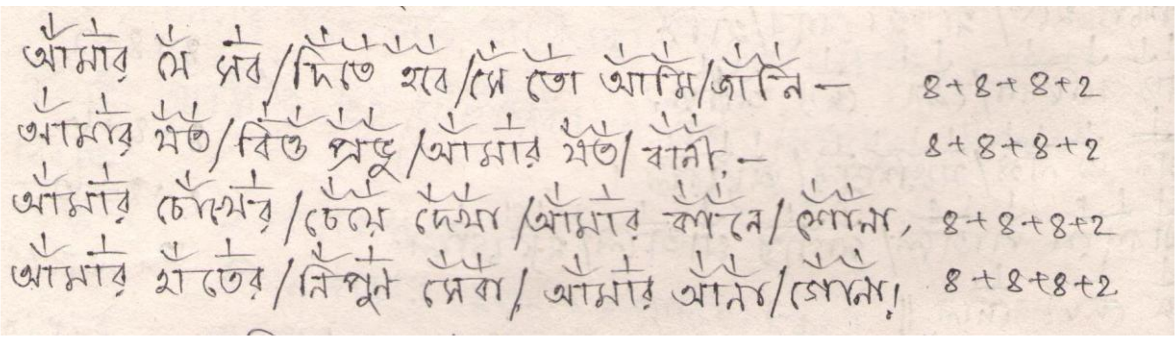
আমায় যে সব / দিতে হবে / সে তো আমি / জানি — ৪+৪+৪+২
আমার যত / বিত্ত প্রভু / আমার যত / বাণী, — ৪+৪+৪+২
আমার চোখের / চেয়ে দেখা / আমার কানে / শোনা, ৪+৪+৪+২
আমার হাতের / নিপুণ সেবা / আমার আনা / গোনা। ৪+৪+৪+২

উদ্ধৃতিটিতে 'মুক্ত দল' এবং 'রুদ্ধ দল' সবই সমান সময়ের দৈর্ঘ্য নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। আবার—

উদাহরণ — ২

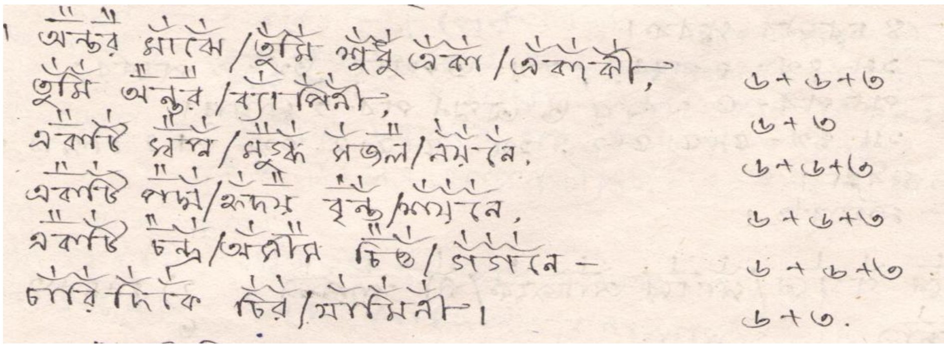

অন্তর মাঝে / তুমি শুধু একা / একাকী, ৬+৬+৩
তুমি অন্তর / ব্যাপিনী, ৬+৩
একটি স্বপ্ন / মুগ্ধ সজল / নয়নে, ৬+৬+৩
একটি পদ্ম / হৃদয় বৃন্ত / শয়নে, ৬+৬+৩
একটি চন্দ্র / অসীম চিত্ত / গগনে — ৬+৬+৩
চারিদিকে চির / যামিনী। ৬+৩.

এই উদ্ধৃতিটিতে 'মুক্ত দল' উচ্চারণে যে সময় লেগেছে 'রুদ্ধ দলে'র উচ্চারণে তার থেকে বেশি সময় লেগেছে। অর্থাৎ 'মুক্ত দলে'র উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য হ্রস্ব এবং 'রুদ্ধ দলে'র উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য দীর্ঘ প্রকৃতির।

উদাহরণ — ৩

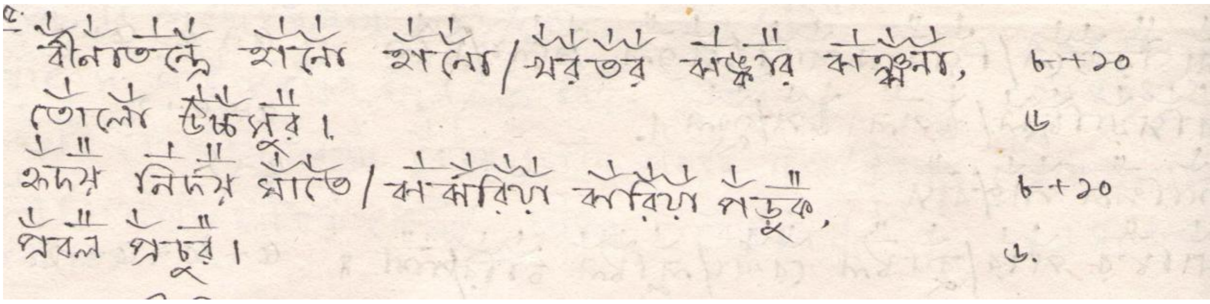

বীনাতন্ত্রে হানো হানো / খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা, ৮+১০
তোলো উচ্চসুর। ৬
হৃদয় নির্দয় ঘাতে / ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক, ৮+১০
প্রবল প্রচুর। ৬.

এই উদ্ধৃতিটিতে উচ্চারণ দৈর্ঘ্য অনুসারে 'মুক্ত দল' ১ মাত্রা এবং 'রুদ্ধ দল' — ক) আদি ও মধ্যস্থিত হ্রস্ব হওয়ায় মাত্রা ধরা হয়েছে — ১ মাত্রা ও খ) অন্ত্য ও একক রুদ্ধদল প্রসারিত হওয়ায় মাত্রা ধরা হয়েছে — ২ মাত্রা ধরা হয়েছে।

পরবর্তী ক্লাসে অন্যান্য পরিভাষাগুলি নিয়ে আলোচনা করব।